বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা আইন প্রবর্তন -এর নিমিত্ত সুপারিশ -এবং আইনের খসড়া

ভূমিকা:

মানুষের প্রধান মৌলিক চাহিদা খাদ্য। কিছু দেশে এই চাহিদাটি সংবিধানভূক্ত মৌলিক অধিকার। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ***'রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি'*** সংশ্লিষ্ট দ্বিতীয় ভাগের "১৫(ক)" অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রকে প্রদত্ত অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হলো - জনগণের অন্ন,বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ নাগরিকের মৌলিক অধিকার বিবেচনায় সংবিধানভূক্ত না হলেও সংবিধানেই রাষ্ট্রকে মৌলিক দায়িত্ব হিসাবে খাদ্য অধিকার বাস্তবায়নের নির্দেশনা রয়েছে। সংবিধান অর্পিত এই দায়িত্ব পালনে সরকারে আন্তরিকতার প্রমাণ পাওয়া যায় দারিদ্র বিমোচনে গৃহীত নানা রকম কর্মসূচীর বাস্তবায়নের জন্য প্রদত্ত বার্ষিক বাজেট পর্যালোচনায়। এছাড়াও বিভিন্ন আইন ও নীতি প্রণয়ন এবং সে আলোকে কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নের নিরন্তর প্রচেষ্টা বিদ্যমান আছে। অধিকন্তু জাতিসংঘ এর 'বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা', 'ভিয়েনা ঘোষণা,১৯৯৩'সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং মানবাধিকার চুক্তির 'পক্ষরাষ্ট্র (**State Party**)' হিসেবে বাংলাদেশ খাদ্য অধিকার বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

নানা ধরণের কর্মসূচীর মাধ্যমে বাংলাদেশে জনগণের খাদ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে কর্মকান্ড পরিচালনা করে গেলেও এর কোন আইনি কাঠামো বিদ্যমান নেই। আইনি কাঠামোর অনুপস্থিতিতে খাদ্য অধিকারের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একদিকে যেমন কার্যক্রম পরিচালনার স্থায়ীত্বের নিশ্চয়তার ঝুঁকি থেকে যায়, তেমনি অন্যদিকে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাও ব্যহত হতে পারে। বিভিন্ন অংশীজনদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে আইন কমিশন বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় খাদ্য অধিকার আইন বিষয়ে গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করে। বিদ্যমান আইন- নীতি- পর্যালোচনা- দেশে- বিদেশে স্টাডি ট্যুর- একাধিক মত বিনিময় সভার মাধ্যমে কমিশন সংশ্লিষ্ট সবার মতামতের ভিত্তিতে এই খসড়া আইনটি প্রস্তুত করেছে।

খাদ্য বিষয়ক আইন - নীতি - বিধি :

বাংলাদেশে বর্তমানে খাদ্য সংশ্লিষ্ট মোট ৪৩ টি আইন বিদ্যমান আছে। এগুলো মূলত:

১. খাদ্য ও আবশ্যকীয় পণ্য সংক্রান্ত - ৫ টি,
২. খাদ্য মান ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত - ৯ টি
৩. কৃষি এবং উৎপাদন সংক্রান্ত - ১৫টি
৪. মৎস্য সংক্রান্ত - ৪টি,
৫. খাদ্য গবেষণা সংক্রান্ত - ৪টি
৬. মুরগীর খামার ও পশুপালন সংক্রান্ত - ১টি
৭. ভূমি ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত - ৫টি

এই আইনগুলো কার্যকর করার জন্য মোট ৭টি বিধি প্রচলিত আছে। এছাড়াও রয়েছে - ১. জাতীয় খাদ্যনীতি, ২০০৬, ২. খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় (ওএমএস) নীতিমালা, ২০১৫ এবং খাদ্যবান্ধব কর্মসূচী নীতিমালা - ২০১৭।

বিদ্যমান কর্মসূচী :

২০০৬ সালে প্রণীত জাতীয় খাদ্যনীতিতে পুরো বছর জুড়ে দেশের সব মানুষের জন্য নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই নীতির বাস্তবায়নে অনেক রকম খাদ্য নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচী বিদ্যমান আছে। এগুলো হলো :

১. খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয়
২. ভিজিডি
৩. ভিজিএফ
৪. টিআর(খাদ্য)
৫. জিআর (খাদ্য)
৬. খাদ্য সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম)
৭. কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা)
৮. কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা)
৯. টিআর (নগদ)
১০. অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান
১১. খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি
১২. বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম
১৩. বিধবা ও স্বামী নিগৃহীত মহিলাদের জন্য ভাতা
১৪. অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা
১৫. দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা
১৬. কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা
১৭. সরকারি শিশু পরিবার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহে নিবাসীদের খোরাকী ভাতা
১৮. বেসরকারি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন মঞ্জুরী
১৯. বিভিন্ন ত্রান সামগ্রী (পরিধেয় বস্ত্র, কম্বল বিস্কুট, ঢেউটিন ইত্যাদি)
২০. দুর্যোগ অনুদান (থোক)
২১. শহীদ পরিবার ও যদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধদের জন্য রেশন
২২. চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন

এই সব কর্মসূচীতে বাজেট ২০১৬-১৭, ২০১৬-১৭ (সংশোধিত) ও বাজেট ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সরকারের বরাদ্দের সারণী নিম্নরূপ :

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী							
বাজেট ২০১৬-১৭, ২০১৬-১৭ (সংশোধিত) ও বাজেট ২০১৭-১৮							
ক্রমিক নং	কর্মসূচি/কার্যক্রম/প্রকল্পের নাম	কভারেজ (লক্ষ জন/জনমাস)			বাজেট (কোটি টাকায়)		
		বাজেট	সংশোধিত	বাজেট	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট
		(২০১৬-১৭)	(২০১৬-১৭)	(২০১৬-১৭)	(২০১৬-১৭)	(২০১৬-১৭)	(২০১৭-১৮)
(খ) খাদ্য নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচি: সামাজিক সুরক্ষা							
১	ওএমএস	২২০.০০	৯৭.০৬	১১৩.৮৮	১১৬২.৫০	৬১৭.৭৬	৭৮০.৪৮
		(লক্ষ জন)	(লক্ষ জন)	(লক্ষ জন)	(৮.৫০)	(৩.৭৫)	(৪.৪০)
২	ভিজিডি	১২০.০০	১২০.০০	১৩৭.১৪	১১৬৮.৫৬	১১৯১.৮৫	১৪০৭.৬৫
		(জন মাস)	(জন মাস)	(জন মাস)	(৩.১৫)	(৩.১৫)	(৩.৬০)
৩	ভিজিএফ	৬৪.৭২	৫৬.৬৩	৬৭.৯৬	১৪৮৩.৮৮	১৩২৪.২৮	১৬৪২.২৬
		(লক্ষ জন)	(লক্ষ জন)	(লক্ষ জন)	(৪.০০)	(৩.৫০)	(৪.২০)
৪	টিআর(খাদ্য)	১৮.৭৫	০.০০	০.০০	১২৮১.৩৩	০.০০	০.০০
		(জন মাস)	(জন মাস)	(জন মাস)	(৪.০০)	(০.০০)	(০.০০)
৫	জিআর (খাদ্য)	৪০.০০	৬২.৭৩	৫৬.৮২	৩২৬.৪৫	৫২২.১৪	৪৮৮.৭৬
		(লক্ষ জন)	(লক্ষ জন)	(লক্ষ জন)	(০.৮৮)	(১.৩৮)	(১.২৫)
৬	খাদ্য সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম)	৭.৭৬	৭.৭৬	৭.৭৬	২৫৩.৯২	২৫৫.৭৯	২৬৫.১০
		(জন মাস)	(জন মাস)	(জন মাস)	(০.৭৫)	(০.৭৫)	(০.৭৫)
৭	কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা)	১৮.৭৫	০.০০	০.০০	১৫২৮.২২	০.০০	০.০০
		(জন মাস)	(জন মাস)	(জন মাস)	(৪.৬০)	(০.০০)	(০.০০)
৮	কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা)	০.০০	১৯.২১	১৯.৪০	০.০০	১৪৩৫.৪৭	১৪৫০.০০
		(জন মাস)	(জন মাস)	(জন মাস)	(০.০০)	(০.০০)	(০.০০)
৯	টিআর (নগদ)	০.০০	১৭.৫৭	১৭.৮৩	০.০০	২০২১.২৮	২৬০১.১১
		(জন মাস)	(জন মাস)	(জন মাস)	(০.০০)	(৬.৮৯)	(৮.৫০)
১০	অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান	৮.২৭	৮.২৭	৮.২৭	১৬৫০.০০	১৬৫০.০০	১৬৫০.০০
		(জন মাস)	(জন মাস)	(জন মাস)	(০.০০)	(০.০০)	(০.০০)
১১	খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি	০.০০	০.৪৬	০.৫৭	০.০০	২০২১.২৮	২৬০১.১১
		(লক্ষ জন)	(লক্ষ জন)	(লক্ষ জন)	(০.০০)	(৬.৮৯)	(৮.৫০)
	মোট (খ লক্ষ জন) =	৩২৪.৭২	২১৬.৮৮	২৩৯.২৩	২৯৭২.৮৩	৪৪৮৫.৪৫	৫৫১২.৬১
	মোট (খ জনমাস) =	১৭৩.৫৩	১৭২.৮১	১৯০.৪০	৫৮৮২.০৩	৫৮১৪.৪৩	৬০৭২.৭৫
	মোট (খ টাকা) =				৮৮৫৪.৮৬	১০২৯৯.৮৯	১১৫৮৫.৩৬
১২	বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম	৩১.৫০	৩১.৫০	৩৫.০০	১৮৯০.০০	১৮৯০.০০	২১০০.০০
১৩	বিধবা ও স্বামী নিগৃহীত মহিলাদের জন্য ভাতা	১১.৫০	১১.৫০	১২.৬৫	৬৯০.০০	৬৯০.০০	৭৫৯.০০
১৪	অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা	৭.৫০	৭.৫০	৮.২৫	৫৪০.০০	৫৪০.০০	৬৯৩.০০
১৫	দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা	৫.০০	৫.০০	৬.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	৩৬০.০০
১৬	কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা	১.৮০	১.৮০	২.০০	২১৯৬.০৬	২১৯৬.০৬	৩২০০.০০
১৭	সরকারি শিশু পরিবার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহে নিবাসীদের খোরাকী ভাতা	০.১৮	০.১৮	০.২০	৪৬.২০	৪৬.২৪	৫১.০০
১৮	বেসরকারি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন মঞ্জুরী	০.৮২	০.৮২	০.৯৮	৮৬.৪০	৮৬.৪০	১০৩.৬৮
১৯	বিভিন্ন ত্রান সামগ্রী (পরিধেয় বস্ত্র, কম্বল বিস্কুট, ঢেউটিন ইত্যাদি)	১০.০০	১৯.৪৯	১৩.০৯	১৬৫.০০	৩২১.৫২	২১৬.০২
২০	দুর্যোগ অনুদান (থোক)	০.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০	১০০.০০	২০০.০০
২১	সরকারি কর্মকর্তা -কর্মচারীদের অবসর ও পারিবারিক অবসর ভাতা	৬.০০	৬.০০	৬.২৬	১৬৯১৫.৪৩	১২৬৬৭.০০	২২৩৯২.২২
২২	শহীদ পরিবার ও যদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধদের জন্য রেশন	০.৩০	০.৩০	০.৩০	৩২.৫০	৩২.৫০	৩৩.০০
২৩	চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন	০.৩০	০.৩০	০.৩০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০
	মোট (খ লক্ষ জন) =	৭৪.৯	৮৪.৩৯	৮৫.০৩	২২,৯৭৬.৫৯	১৮,৮৮৪.৭২	৩০,১২২.৯২
	মোট (খ জনমাস) =						
	মোট (খ টাকা) =						

উপরোক্ত সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১৭-১৮ সালের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় খাদ্য নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচী বাবদ মোট ৪১৭০৭.৯২ কোটি বরাদ্দ করা হয়েছে।[১]

আইনের প্রয়োজনীয়তা:

উপরোক্ত বিদ্যমান আইন- নীতি ও বিধি এবং গৃহীত কর্মসূচী সমূহ এবং বরাদ্দকৃত বাজেট ইত্যাদি বিষয়গুলো বিশদ পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে, সরকারের উপর অর্পিত সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে সরকার সবিশেষ আন্তরিক। এভাবে বাংলাদেশে জনগণের খাদ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে কর্মকান্ড পরিচালনা করে গেলেও এর কোন আইনি কাঠামো বিদ্যমান নেই। আইনি কাঠামোর অনুপস্থিতিতে খাদ্য অধিকারের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একদিকে যেমন কার্যক্রম পরিচালনার স্থায়ীত্বের নিশ্চয়তার ঝুঁকি থেকে যায়, তেমনি অন্যদিকে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাও ব্যহত হয়। তাই একটি আইনী কাঠামো সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এই প্রেক্ষিতে কমিশন উপরোক্ত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে একটি আইন প্রণয়নের জন্য খসড়া বিল প্রস্তুত করেছে।

গবেষণা পদ্ধতি :

মূলত একটি যথাযথ আইনি কাঠামো প্রস্তুতকরণের লক্ষ্যে এই গবেষণা প্রকল্পটি কমিশন গ্রহণ করেছে। গবেষণা কালে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় :

১. খাদ্য সংক্রান্ত সংবিধানে উল্লেখিত বিধান এবং বিদ্যমান আইন-বিধি ও নীতিমালা সমূহ পর্যালোচনা,
২. উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা
৩. অন্যান্য দেশের খাদ্য অধিকার সংক্রান্ত আইনের তুলনামূলক পর্যালোচনা
৪. আন্তর্জাতিক সনদ সমূহ পর্যালোচনা
৫. ফিল্ড স্টাডি
   ৫.১. দেশে
   ৫.২. বিদেশে
৬. অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা
৭. খসড়া প্রস্তুতকরণ
৮. খসড়া বিষয়ে অংশীজনদের সাথে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠান
৯. আইনের (বিল) এর খসড়াসহ চূড়ান্ত সুপারিশ প্রণয়ন

কমিশন কর্তৃক নিয়োজিত একজন বিশেষজ্ঞ পরামর্শক উপর্যুক্ত ১-৪ নং ক্রমিকে বর্ণিত বিষয়গুলি সম্পর্কে **A Study on Ground Situation of Right to Food in Bangladesh**[2] শীর্ষক একটি খসড়া প্রতিবেদন

---

[1] https://mof.gov.bd/en/budget1/17_18/safety_net/Bangla%202017-18%20Final.pdf

[2] http://lc.gov.bd/Publication/A%20Study%20on%20Ground%20Situation%20of%20%20Right%20to%20Food%20in%20Bangladesh.pdf

প্রস্তুত করেন। প্রয়োজনীয় পরিমার্জনান্তে কমিশন কর্তৃক প্রতিবেদনটি গৃহীত হয়। সেই আলোকে একটি খসড়া আইন প্রস্তুত করা হয়। খসড়া আইনের বিষয়ে মতামত এবং তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের জন্য রংপুর, কুড়িগ্রাম, দাশিয়ারছড়া ছিট মহল, বান্দরবান জেলার থানচি, চট্টগ্রাম, পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়ায় কমিশন ফিল্ড স্টাডির আয়োজন করেছে। এই আয়োজনে কমিশনকে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করেছে অক্সফাম বাংলাদেশ ও একশনএইড বাংলাদেশ। ফিল্ড স্টাডিগুলোতে কমিশন এবং কমিশনের গবেষক দল ভুক্তভোগী জনগণ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, জেলা প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি কর্মকর্তাসহ সকল পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে মত বিনিময় করে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে। এছাড়া ২০১৫ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে অক্সফাম বাংলাদেশ এর ব্যবস্থাপনায় কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের নেতৃত্বে একটি দল ভারতের ***The National Food Security Act, 2013*** এর আওতায় গৃহীত নানা কর্মসূচী এবং এর প্রভাব বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য রাজস্থানের কিষণগড়,আজমের, জয়পুর, দিল্লী এবং পশ্চিমবঙ্গের বারাসাত ও মুর্শিদাবাদ সফর করেন।

উপর্যুক্ত মতবিনিময় সভাগুলো থেকে প্রাপ্ত অভিমত এবং ফিল্ডস্টাডি লব্দ অভিজ্ঞতার আলোকে কমিশন খসড়াটি চূড়ান্ত করে।

প্রস্তাবিত আইনের মূল বিষয়গুলো:

প্রস্তাবিত এই খসড়া আইনের মূল বিষয়গুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করা প্রয়োজন। খসড়াটির দীর্ঘ শিরোনামে এবং উদ্দেশ্য সংক্রান্ত অনুচ্ছেদে আইন এর সর্ম্পকে বলা হয়েছে যে, -

> যেহেতু, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন, জনগণের অন্নের সংস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তার উন্নয়ন ও নিশ্চিতকরণ, এবং কৃষিবিপ্লবের বিকাশ ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য; এবং
>
> যেহেতু,জনগণের মর্যাদাসম্পন্ন জীবন যাপন ও সেই সম্পর্কিত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলীর স্বার্থে জনগণের সামর্থ্যের মধ্যে পর্যাপ্ত মানসম্মত খাদ্য বা খাদ্যশস্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ ও মানব জীবন চক্রের খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা বিধান আবশ্যক, এবং এতদুদ্দেশ্যে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

এতে রাষ্ট্রের অর্পিত দায়িত্ব পালনের দায়বোধ এবং প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত হয়েছে। আইনটির ২ নং ধারায় প্রদত্ত ৩৩টি সংজ্ঞা রয়েছে। এর অনেকগুলো কেবলই খাদ্য অধিকার সংক্রান্ত, যা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যপকভাবে প্রচলিত। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদ এর আলোকে এই সংজ্ঞাগুলো সূত্রায়ন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে একটি জাতীয় খাদ্য পরিকল্পনার বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে। যার আওতায় সরকার বিভিন্ন মেয়াদে খাদ্য উৎপাদন, মজুদ, আমদানী-রপ্তানি, পুষ্টিমান নির্ধারণ, সরবরাহ, মূল্যের স্থিতিশীলতা ও বিতরণ এর নিমিত্ত পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়নে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে। জাতীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করা হলে একটি সুষ্ঠু খাদ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

জাতীয়ভাবে খাদ্য মজুদের বিধান তৃতীয় অধ্যায়ে সন্নিবেশ করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলো যুক্ত করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের ধারাগুলোতে ভর্তুকি মূল্যে খাদ্য পাওয়ার অধিকার, সন্তান সম্ভবা মহিলা

বা দুগ্ধপোষ্য শিশুর মাতার পুষ্টি সহায়তা, শিশুদের পুষ্টি সহায়তা, খাদ্য নিরাপত্তার দায়, অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠী, অগম্য বা দূর্গম অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়ে সরকার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ এর বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে। এই বিধানগুলো উক্ত জনগোষ্ঠির খাদ্য নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করবে।

পঞ্চম অধ্যায়ে ক্ষেত্র বিশেষে খাদ্য নিরাপত্তা ভাতার বিধান রাখা হয়েছে। যার ফলে ভাতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিজ পছন্দসই খাদ্য সংগ্রহে স্বাধীনতা থাকে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেশব্যপি একটি অর্থনৈতিক জরীপ পরিচালনা করে খাদ্য সহায়তা যোগ্য পরিবার ও ব্যক্তি চিহ্নিত করার বিধান রাখা হয়েছে। এই জরীপের মাধ্যমেকৃত তালিকা অনুসারে কর্মসূচী গ্রহণ এবং নিয়মিত সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন সহজতর হবে।

সরকারি সরবরাহ ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিধানগুলো রয়েছে সপ্তম অধ্যায়ে। নারীর ক্ষমতায়ণ এর লক্ষ্যটি বিবেচনায় নিয়ে রেশন কার্ড বা খাদ্য কুপন পরিবারের নারী সদস্যের নামে প্রদানের বিধান রাখা হয়েছে।

খাদ্য নিরাপত্তায় সরকারের দায় দায়িত্ব সংক্রান্ত বিধানসমূহ অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। এতে আন্তর্জাতিক মান এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে ‘খাদ্য প্রাপ্যতা’ ‘খাদ্য ও খাদ্রশস্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ’ এবং ‘ভোক্তা পর্যায়ে খাদ্যের মান নিশ্চিতকরণ’ এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই আইনের প্রয়োগের দরুণ কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্দ হলে তার জন্য প্রতিকারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে নবম অধ্যায়ে।

দশম অধ্যায়ে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে একটি জাতীয় খাদ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার বিধান সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ৪০ ধারায় কমিশনের কার্যাবলী সম্পর্কে বলা হয়েছে :

৪০। কমিশন নিম্নবর্ণিত কাজসমূহ করিবে, যথাঃ-

(ক) এই আইনের প্রয়োগ;

(খ) স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া বা অভিযোগের প্রেক্ষিতে এই আইনে চতুর্থ অধ্যায়ে বর্নিত প্রাপ্যতা লংঘনের বিষয়ে তদন্ত বা অনুসন্ধান;

(গ) এই আইন কার্যকরভাবে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(ঘ) এই আইন কার্যকরভাবে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সরকারি সরববাহ ব্যবস্থার সাথে জড়িত সরকারি কর্তৃপক্ষ, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহকে খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং খাদ্য সহায়তার যোগ্য প্রতিটি ব্যক্তির প্রাপ্যতা অনুযায়ী আইনে বর্ণিত অধিকার সমূহ অর্জনের লক্ষ্যে পরামর্শ প্রদান;

(ঙ) জেলা সংক্ষুব্ধ নিবারণ কর্মকর্তার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল শুনানী; এবং

(চ) পূর্ববর্তী বৎসরের কার্যাবলী সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন সরকরের নিকট পেশ করা।

মূলত খাদ্য অধিকার সংক্রান্ত বিষয়াদির তদারকীতে এই কমিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কমিশনের অনুসন্ধান ও দন্ড প্রদান সংক্রান্ত ক্ষমতার বিবরণ রয়েছে একাদশ অধ্যায়ে। এছাড়া খসড়া আইনটির সাথে দুইটি তফসিল সংযুক্ত আছে, যা প্রকৃতপক্ষে একটি নমুনা বিশেষ, এতে প্রদত্ত উপাত্তসমূহ গবেষণালব্দ নয়, এটি সরকার বিবেচনা করে নির্ধারণ করবে। খসড়া আইনটিতে একটি সমন্বিত খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

আইন প্রণয়নের সুপারিশঃ

বাংলাদেশে আইন সমূহ বিশদ পর্যালোচনান্তে আইন কমিশন নিম্লোক্ত খসড়া বিলটি প্রস্তুত করেছে। আইন কমিশনের পক্ষ থেকে সরকারে নিকট এই সুপারিশসহ খসড়া বিলটি এতদ্সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/= ৩১.১২.২০১৭
(বিচারপতি এ. টি. এম. ফজলে কবীর)
সদস্য

স্বাক্ষরিত/= ৩১.১২.২০১৭
(বিচারপতি এ. বি. এম. খায়রুল হক)
চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা আইন, ২০১৮
(২০১৮ সনের .. .. নং আইন)

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন, জনগণের অন্নের সংস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তার উন্নয়ন ও নিশ্চিতকরণ, এবং কৃষিবিপ্লবের বিকাশ ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য; এবং

যেহেতু,জনগণের মর্যাদাসম্পন্ন জীবন যাপন ও সেই সম্পর্কিত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলীর স্বার্থে জনগণের সামর্থ্যের মধ্যে পর্যাপ্ত মানসম্মত খাদ্য বা খাদ্যশস্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ ও মানব জীবন চক্রের খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা বিধান আবশ্যক, এবং এতদুদ্দেশ্যে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল-

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন **বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা আইন, ২০১৮** নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) “অন্যান্য সহায়তামূলক প্রকল্প” অর্থ সরকারের বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্বে বা অর্থায়নে পরিচালিত বয়স্ক ভাতা; অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা; বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও দুঃস্থ মহিলা ভাতা; মাতৃত্বকালিন ভাতা; Vulnerable Group Development (VGD); Vulnerable Group Feeding (VGF); Test Relief (TR) Food; 100 Days Employment Scheme; Food for Works; Honorarium for Insolvent Freedom

Fighters; Female Secondary School Assistance Program (ESSAP); Primary Education Stipend Project (PESP) সহ অন্যান্য সমপর্যায়ভূক্ত প্রকল্পসমূহ;

(২) “আইন” অর্থ বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের .. .. নং আইন);

(৩) “ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র” অর্থ ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র;

(৪) “কমিশন” অর্থ এই আইনের ৩৫ ধারায় অধীন গঠিত জাতীয় খাদ্য কমিশন;

(৫) “খাদ্য সহায়তার যোগ্য পরিবার” অর্থ এই আইনের ৮ ধারা অনুসারে বা সরকার কর্তৃক গৃহীত অন্যান্য সমপর্যায়ের পরিকল্পনায় খাদ্য সহায়তার যোগ্য পরিবার;

(৬) “খাদ্য” অর্থ চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য (যেমন–খাদ্যশস্য, ডাল, মৎস, মাংস, দুগ্ধ, ডিম, ভোজ্য-তৈল, ফলমূল, শাকসজি, ইত্যাদি) বা পেয় (যেমন-সাধারণ পানি, বায়ুবায়িত পানি, অঙ্গারায়িত পানি, এনার্জি-ড্রিংক, ইত্যাদি)-সহ সকল প্রকার প্রক্রিয়াজাত, আংশিক-প্রক্রিয়াজাত বা অপ্রক্রিয়াজাত আহার্য উৎপাদন এবং খাদ্য, প্রক্রিয়াকরণ বা প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত উপকরণ বা কাঁচামালও, যাহা মানবদেহের জন্য উপকারী আহার্য হিসাবে জীবন ধারণ, পুষ্টি সাধন ও স্বাস্থ্য-রক্ষা করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

ব্যাখ্যা-

(ক) আহার্য প্রস্তুতকরনে ব্যবহৃত রঞ্জক, সুগন্ধি, মশলা, সংযোজন-দ্রব্য, সংরক্ষণ-দ্রব্য, এন্টি-অক্সিডেন্ট, যাহা মূল আহার্য নহে কিন্তু খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষন বা প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(খ) সরকার কর্তৃক, বিভিন্ন সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা খাদ্য বলিয়া ঘোষিত দ্রব্যাদি, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে; তবে ঔষধ, ভেষজ, মাদক ও সৌন্দর্য সামগ্রী, ইত্যাদি খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

(৭) “খাদ্য শস্য” বলিতে চাল, ডাল, গম বা অন্যান্য একই ধরণের শস্য, যাহা সরকার কর্তৃক, বিভিন্ন সময়ে সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা খাদ্যশস্য বলিয়া ঘোষিত;

(৮) “খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা” অর্থ স্থানীয়ভাবে বিভিন্নরকম মানসম্পন্ন খাদ্য বা খাদ্যশস্য উৎপাদনকে বুঝাইবে এবং যাহা পর্যাপ্ত খাদ্য চাহিদাকে পূরণ করিতে সমর্থ;

(৯) “খাদ্য নিরাপত্তা” অর্থ রাষ্ট্র হইতে ব্যক্তি পর্যায়ে পর্যাপ্ত ও গুণগত পুষ্টি মানসম্পন্ন খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ এবং যাহা নিরাপদ;

(১০) “খাদ্য নিরাপত্তা ভাতা” অর্থ সেই পরিমান নগদ অর্থ সহায়তা যাহা সরকার আইনের ১৩ ধারা অনুসারে নির্ধারিত যোগ্য ব্যক্তির প্রাপ্য;

(১১) “খাদ্যগুণ (Food Quality)” অর্থ খাদ্যের একটি বৈশিষ্ট্য যাহা পুষ্টিগুণ ও নিরাপত্তার মাত্রা বিবেচনায় নির্ণিত;

(১২) “খাদ্য সংকট সূচক” অর্থ সরকার বা এতদউদ্দেশ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নূন্যতম খাদ্য বা খাদ্যশস্যের অপ্রতুলতা, বা ক্ষেত্রবিশেষ, নির্ধারিত মাত্রার নিম্ন পুষ্টিমান;

(১৩) “চেয়ারম্যান” অর্থ জাতীয় খাদ্য কমিশনের চেয়ারম্যান বা চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালনরত কোন ব্যক্তি;

(১৪) “জেলা সংক্ষুব্ধ নিবারণ কর্মকর্তা” অর্থ আইনের ৩৩ ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

(১৫) “তফসিল” অর্থ এই আইন সংশ্লিষ্ট তফসিল;

(১৬) “তৈরীকৃত খাবার” অর্থ রান্নাকরা গরম খাবার বা পূর্বে রান্নাকরা এবং খাওয়ার পূর্বে গরমকরা খাবার;

(১৭) “দন্ডবিধি” অর্থ The Penal Code, 1860;

(১৮) “দেওয়ানি কার্যবিধি” অর্থ The Code of Civil Procedure, 1908;

(১৯) “পুষ্টিমান (Nutrition)” অর্থ খাদ্য বা খাদ্যশস্যে শর্করা(Carbohydrate), আমিষ (Protein), চর্বি (Fat), খাদ্যপ্রান (Vitamins), লবন (Salt),খনিজ (Mineral), আঁশযুক্ত খাদ্য (Fiber), পানি ও অন্যান্য উপাদান যাহা মানবদেহের বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী;

(২০) “পণ্য” অর্থ The Essential Commodities Act, 1957 এর ২ ধারার (এ) উপ-ধারায় যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে পণ্য;

(২১) “ফৌজদারি কার্যবিধি” অর্থ The Code of Criminal Procedure, 1898;

(২২) “ব্যক্তি” অর্থ প্রাকৃতিক ব্যক্তিসহ (Natural person) কোন কোম্পানি, সংস্থা, সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী কারবার, সমিতি, সংঘ ও সংগঠন;

(২৩) “বিক্রয়কেন্দ্র” অর্থ সরকার বা স্থানীয় সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ন্যায্য মূল্যের খাদ্য বা খাদ্যশস্যের বিক্রয়কেন্দ্র;

(২৪) “বিধি” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(২৫) “বিশুদ্ধ খাদ্য” অর্থ সেই খাবার যাহা দূষিত নয় এবং মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর নহে;

(২৬) “রেশন কার্ড” অর্থ সরকার কর্তৃক বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরকারি সরবরাহ ব্যবস্থা বা অন্য কোন আইন বলে প্রতিষ্ঠিত বা পরিচালিত বা

লাইসেন্সকৃত ন্যায্য মূল্যের বিক্রয়কেন্দ্র হইতে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয় করার কার্ড;

(২৭) "সরকার" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকার;

(২৮) "সংবিধান" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান;

(২৯) "সরকারি সহায়তায় পরিচালিত বিদ্যালয়" অর্থ যে সকল বিদ্যালয় পরিচালনার সিংহভাগ ব্যয় সরকার বা স্থানীয় সরকার বা সরকারের নিয়ন্ত্রাণাধীন কোন খাত হইতে নির্বাহ করা হয়।

(৩০) "সদস্য" অর্থ জাতীয় খাদ্য কমিশনের কোন সদস্য;

(৩১) "স্থানীয় কর্তৃপক্ষ" অর্থ The General Clauses Act, 1897 এর ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২৮) এ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ;

(৩২) "স্থানীয় খাদ্য" অর্থ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ও ভোগকৃত খাদ্য বা খাদ্যশস্য;এবং

(৩৩) "নির্ধারিত" অর্থ এই আইনের অধীনে গঠিত বিধি দ্বারা নির্ধারিত, এবং বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, সরকারের অনুমোদনক্রমে কোন আদেশ দ্বারা নির্ধারিত;

দ্বিতীয় অধ্যায়
খাদ্য পরিকল্পনা

জাতীয় খাদ্য পরিকল্পনা

৩। (১) সরকার দীর্ঘ মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং জাতীয়, জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে বাৎসরিক কর্ম পরিকল্পনায় খাদ্য নিরাপত্তার জন্য খাদ্য পরিকল্পনা গ্রহণ করিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, জাতীয় খাদ্য পরিকল্পনায় নূন্যতম, নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ অন্তর্ভূক্ত থাকিবে:-

(ক) জনগণের খাদ্যের যোগান ও পুষ্টির মাত্রা;

(খ) সমন্বিতভাবে খাদ্য শৃঙ্খলার প্রতিটি পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান;

(গ) খাদ্য ও খাদ্যশস্য উৎপাদন;

(ঘ) খাদ্যের প্রকৃতি ও খাদ্য বা খাদ্যশস্য ব্যবসার ধরণ অনুযায়ী খাদ্য নিরাপত্তার মানদন্ড, উচ্চমান ও প্রক্রিয়া নির্ধারণ;

(ঙ) উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণে কৃষক, মৎসজীবী, মৎসখামারী এবং খাদ্য ব্যবসায়ী কর্তৃক খাদ্য নিরাপত্তার মানদন্ড ও উচ্চমান নিশ্চিতকরণ এবং নিয়ন্ত্রণকরণ;

(চ) খাদ্য, বিশেষত সুষম খাদ্যের মজুদ;

(ছ) খাদ্য ও খাদ্যশস্য আমদানী ও রপ্তানী;

(জ) খাদ্য বৈচিত্র্য;

(ঝ) খাদ্য, বিশেষত সুষম খাদ্যের বিতরণ, বিপনন ও বাণিজ্য;

(ঞ) সুষম খাদ্যের সরবরাহ ও মূল্যের স্থিতিশীলতা ;

(ট) খাদ্য নিরাপত্তা;

(ঠ) খাদ্য গবেষণা ও উন্নয়ন;

(ড) খাদ্য জ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োজনীতা ও প্রসারণ;এবং

(প) কৃষক, মৎসজীবী, মৎসখামারী ও খাদ্য ব্যবসায়ীর আয়ের মাত্রা।

(ফ) ভৌগলিক অবস্থান বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কারণে বিশেষ ধরনের খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্থ জনগোষ্ঠীর জন্য তাহাদের ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র অক্ষুণ্ন রাখিয়া খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

(২) ১ উপ-ধারার অধীন খাদ্য পরিকল্পনা বলিতে 'জেলা খাদ্য পরিকল্পনা' ও 'উপজেলা বা বিশেষ এলাকা খাদ্য পরিকল্পনা' অন্তর্ভূক্ত করিবে।

খাদ্যশস্য সরবরাহ ও মূল্যের স্থিতিশীলতা

৪। (১) সরকার খাদ্য নিরাপত্তার ঝুঁকিযুক্ত জনগণের নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের পর্যাপ্ততার লক্ষ্যে খাদ্যের যোগান ও মূল্যের স্থিতিশীলতা, খাদ্য সংরক্ষণ ও খাদ্য বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার জাতীয় খাদ্য মজুদ ও খাদ্য বিতরণের নিমিত্ত অভ্যন্তরীণ ও স্থানীয় খাদ্য উৎপাদন হইতে খাদ্য বা খাদ্যশস্য সংগ্রহ করিবে।

(২) ১ উপ-ধারার অধীন খাদ্য বা খাদ্যশস্যের যোগান পর্যাপ্ত না হইলে, সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য বা খাদ্যশস্য আমদানী করিবে।

কৃষি জমি ও পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও অন্যবিদ দায়িত্ব

৫। (১)খাদ্যের স্বয়ং সম্পূর্নতা অর্জনের জন্য সরকারের কৃষি জমি ও পানি সম্পদের যথাযথ ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন ও বিতরণসহ প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান, এবং জ্ঞান ও প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও বিতরণের ব্যবস্থা করিবে।
(২) অপরিকল্পিত নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে কৃষিজমি ও জলাধারের আয়তনহ্রাস এবং কৃষিজমি ও জলাধারের দূষণ রোধে সরকার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে এবং

এতদ্বিষয়ে জাতীয় খাদ্য কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে পরিকল্পনা, কার্যক্রম গ্রহণ, তদারকি ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়
জাতীয় খাদ্য মজুদ

জাতীয় খাদ্য মজুদ ব্যবস্থা

৬। (১) সরকার খাদ্য স্বয়ং সম্পূর্নতা, অভ্যন্তরীণ খাদ্য ভান্ডারের পূর্ন নিয়ন্ত্রণ (জলসীমা সহ), খাদ্য পর্যাপ্ততা এবং খাদ্য নিরাপত্তার লক্ষ্যে জাতীয় খাদ্য মজুদকরণ এর নিশ্চিয়তা বিধান করিবে। এই ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত খাদ্য ও খাদ্যশস্যের মজুদকরণ প্রাধান্য পাইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার জাতীয় খাদ্য মজুদ ব্যবস্থার খাদ্য বা খাদ্যশস্য ফসল তোলার মৌসুমে ক্রয় করিবে।

(২) ১ উপ-ধারার অধীন জাতীয় খাদ্য মজুদকরণ বলিতে বুঝাইবেঃ-

(ক) রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে সরকারিভাবে মজুদকৃত খাদ্য বা খাদ্যশস্য; এবং

(খ) স্থানীয় সরকার কর্তৃক বা স্থানীয় পর্যায়ে অন্যভাবে মজুদকৃত খাদ্য বা খাদ্যশস্য।

(৩) সরকার জাতীয় খাদ্য মজুদকরণ ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সুষম খাদ্যের তালিকা ও পরিমান নির্ধারণ করিবে এবং তাহা বিভিন্ন সময় পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৪) জাতীয়ভাবে মজুদকৃত খাদ্য বা খাদ্যশস্য প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক সহায়তা ও বৈদেশিক খাদ্য সহায়তায় ব্যবহার করা যাইতে পারে।

(৫) জাতীয় খাদ্য মজুদে সুষম খাদ্যসহখাদ্য বা খাদ্যশস্য সংরক্ষণ করার পরিমান সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা এত্দউদ্দেশ্যে গঠিত কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

মূল্য নিয়ন্ত্রণ, জরুরী অবস্থায় ব্যবহার

৭। জাতীয়ভাবে মজুদকৃত খাদ্য বা খাদ্যশস্য জনগনের খাদ্য বা খাদ্যশস্য প্রাপ্তির স্বল্পতা বা খাদ্য উদ্বৃত্ত বা খাদ্য মূল্যের ভারসাম্য বা জরুরী অবস্থায় ব্যবহার করা হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়
খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধানাবলী

ভর্তূকি মূল্যে খাদ্য পাইবার অধিকার

৮। খাদ্য সহায়তার যোগ্য পরিবারের প্রতি সদস্যপ্রতি মাসে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে খাদ্য বা খাদ্যশস্য তফসিল-১ এ বর্নিত ভর্তূকি মূল্যে সরকারি বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে পাইবে।

সন্তান সম্ভবা মহিলা বা দুগ্ধপোষ্য শিশুর মাতার পুষ্টি সহায়তা

৯। সরকার কর্তৃক এত্দউদ্দেশ্যে প্রণীত বিধির আলোকে, সন্তান সম্ভবা মহিলা বা দুগ্ধপোষ্য শিশুর মাতা-

(ক) গর্ভকালীন সময় এবং সন্তান জন্মের পর ০১ (এক) বৎসর পর্যন্ত বিনামূল্যে পুষ্টিমান বজায় রাখার নিমিত্ত ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রের মাধ্যমে তফসিল-২ এ বর্ণিত খাদ্য প্রাপ্ত হইবে; এবং

(খ) মার্তৃত্ব সুবিধা হিসাবে নির্ধারিত অংকের অর্থ, একত্রে বা কিস্তিতে এত্দউদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে ও পদ্ধতিতে প্রাপ্ত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যে সকল সন্তান সম্ভবা মহিলা বা দুগ্ধপোষ্য শিশুর মাতা সরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত স্থায়ী চাকুরীতে কর্মরত, বা আপততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে একই রকম সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা (খ) উপ-বিধি এর অধীন কোন ধরণের সুবিধা প্রাপ্ত হইবে না।

শিশুদের পুষ্টি সহায়তা

১০। (১) যথাযথ পুষ্টিমান বজায় রাখার নিমিত্ত চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রতিটি শিশু-

(ক) ছয় মাস হইতে ছয় বৎসর বয়সী প্রতিটি শিশু বিনামূল্যে তফসিল-২ এ বর্ণিত পুষ্টিমান বজায় রাখার নিমিত্ত ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রের মাধ্যমে বয়স অনুযায়ী সুষম খাদ্য প্রাপ্ত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার ছয় মাসের কম বয়সী শিশুদের মাতৃদুগ্ধ পানকরণ উৎসাহিত করিবে;

(খ) তফসিল-২ এ বর্ণিত পুষ্টিমান বজায় রাখার নিমিত্ত অস্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতিটি শিশু, বা ক্ষেত্রমত ছয় হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়সী প্রতিটি শিশু সরকার, বেসরকারী বা সরকারী সহায়তায় পরিচালিত বিদ্যালয় কর্তৃক সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত দুপুরের তৈরীকৃত সুষম খাদ্য প্রাপ্ত হইবে।

(২) ১ উপ-ধারার (খ) উপ-বিধি অনুসারে, প্রতিটি বিদ্যালয় ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে গরম ও সতেজ খাবার তৈরী করার ব্যবস্থাসহ বিশুদ্ধ পানি ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক শৌচাগারের ব্যবস্থা থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, শহর এলাকায় খাবার প্রস্তুতের জন্য সরকার কর্তৃক এত্‌দউদ্দেশ্যে প্রণীত বিধির আলোকে কেন্দ্রীয় রন্ধনশালার ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

(৩) সরকার অপুষ্টিতে আক্রান্ত প্রতিটি চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুর তফসিল-২ এ বর্ণিত পুষ্টিমান অর্জনের নিমিত্ত বিনামূল্যে বয়স অনুযায়ী সুষম খাবার স্থানীয় ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রের মাধ্যমে ব্যবস্থা করিবে।

খাদ্য নিরাপত্তায় সরকারের দায়িত্ব

১১। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সরকার খাদ্য জীবানুমুক্তকরণ,খাদ্য রঞ্জকদ্রব্যের ব্যবহার ও তেজস্ক্রিয়তা নিয়ন্ত্রণকরণসহ খাদ্যমানের নিশ্চয়তা বিধান করিবে।

অতি দরিদ্র ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ বিধান

১২। এই আইনের আওতায় প্রকল্পসমূহ বা অন্য কোন সমপর্যায়ভূক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠী, অগম্য বা দূর্গম অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়ে সরকার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

পঞ্চম অধ্যায়
খাদ্য নিরাপত্তা ভাতা

ক্ষেত্রবিশেষ খাদ্য নিরাপত্তা ভাতা প্রদান

১৩। এই আইনের চতুর্থ অধ্যায় অনুসারে প্রাপ্যতা অনুযায়ী খাদ্য সহায়তার যোগ্য পরিবারের প্রতিটি ব্যক্তিকে নির্ধারিত খাদ্য বা খাদ্যশস্য সরবরাহ না করিলে, সরকার বিভিন্ন সময়ে প্রণীত বিধি অনুযায়ী খাদ্য নিরাপত্তা ভাতা প্রদান করিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
খাদ্য সহায়তার যোগ্য পরিবার

খাদ্য সহায়তা যোগ্য পরিবার নির্ধারণ

১৪। সরকার শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলে সরকারি সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে সহায়তাভূক্ত লোকসংখ্যাদেশব্যাপী অর্থনৈতিক জরীপের মাধ্যমে খাদ্য সহায়তার যোগ্য পরিবার ও ব্যক্তি নিরুপন করিবে।

অন্যান্য বিষয়াবলী নির্ধারণ

১৫। ১৪ ধারা অনুসারে শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলে খাদ্য সহায়তাভূক্ত লোকসংখ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, সরকার এত্‌দউদ্দেশ্যে প্রণীত বিধির মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিষয়াদি নির্ধারণ করিবেঃ-

(ক) অন্যান্য খাদ্য সহায়তার প্রকল্পের আওতায় খাদ্য সহায়তা যোগ্য পরিবার ও ব্যক্তির সর্বমোট সংখ্যা; এবং

(খ) সরকারি সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সহায়তা প্রাপ্ত পরিবার ও ব্যক্তির সংখ্যা:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার এই আইন কার্যকর হইবার ০৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে ১৪ ধারায় বর্নিত জরীপের মাধ্যমে খাদ্য সহায়তার যোগ্য পরিবারের সংখ্যা নির্ধারণ করিবে।

খাদ্য সহায়তা যোগ্য পরিবারের তালিকা প্রকাশ

১৬। সরকার বিভিন্ন সময়ে ১৪ ধারা অনুসারে পরিচালিত জরীপের শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলে খাদ্য সহায়তার যোগ্য পরিবারের তালিকা এতদ্‌উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধির আলোকে চূড়ান্ত করতঃ প্রকাশ করিবে।

সপ্তম অধ্যায়
সরকারি সরবরাহ ব্যবস্থা

সরকারি সরবরাহ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা

১৭। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন, জেলা, উপজেলায় সরকারি সরবরাহ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করিবে।

সরকারি সরবরাহ ব্যবস্থার আওতাভূক্ত বিষয়সমূহ

১৮। ১৭ ধারা অনুযায়ী প্রণীত বিধিতে নিম্নবর্নিত বিষয়সমূহ অর্ন্তভূক্ত হইবে, যথা:-

(ক) সরকারি সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে খাদ্য সহায়তার যোগ্য পরিবার ও ব্যক্তিগণকে খাদ্য বা খাদ্যশস্যের সরবরাহ ব্যবস্থাকরণ;

(খ) খাদ্য সহায়তার যোগ্য ব্যক্তিদের রেশন কার্ড বা খাদ্য কূপন প্রদানকরণ;

(গ) তথ্য প্রযুক্তিসহ কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার মাধ্যমের খাদ্য বা খাদ্যশস্য সরবরাহে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ;

(ঘ) খাদ্য সহায়তার যোগ্য পরিবার ও ব্যক্তি সুবিধাভোগীদের বায়োমেট্রিক তথ্য ডাটাবেজ (biometric information) সংরক্ষনকরণ;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট নথি সমূহের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ;

(চ) ন্যায্য মূল্যের বিক্রয়কেন্দ্রের অনুমোদন প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠান বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সমবায়, দাতব্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, মহিলা বা মহিলা সংগঠনকে উৎসাহিতকরণ;

(ছ) স্থানীয়ভাবে পরিচালিত ন্যায্য মূল্যের বিক্রয়কেন্দ্রে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত খাদ্যশস্যের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;

(জ) অন্যান্য বিবিধ প্রকল্পের মাধ্যমে চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নগদ অর্থ সহায়তা, খাদ্য কূপন ইত্যাদির ব্যবস্থাকরণ।

নারীর নামে খাদ্য কূপন বা রেশন কার্ড প্রদান

১৯। সরকার ১৮ ধারার (খ) উপ-বিধির অধীন খাদ্য কূপন বা রেশন কার্ড খাদ্য সহায়তা প্রাপ্ত পরিবারের নূন্যতম আঠারো বৎসর বয়স্ক সক্ষম ও বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলা সদস্যকে প্রদান করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, খাদ্য সহায়তা প্রাপ্ত পরিবারে আঠারো বৎসরের উর্দ্ধে কোন মহিলা না থাকিলে বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ সদস্য খাদ্য কূপন বা রেশন কার্ড প্রাপ্ত হইবেন:

তবে আরও শর্ত থাকে যে, খাদ্য সহায়তা প্রাপ্ত পরিবারে আঠারো বৎসরের নিম্নে কোন মহিলা সদস্য থাকিলে উক্ত মহিলার বয়স আঠারো বৎসর পূরণ হইলে বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ সদস্যের নামে প্রদানকৃত খাদ্য কূপন বা রেশন কার্ড বাতিল হইবে এবং তাহার নামে খাদ্য কূপন বা রেশন কার্ড প্রদান করা হইবে।

অষ্টম অধ্যায়
খাদ্য নিরাপত্তায় সরকারের দায় দায়িত্ব

সরকার কর্তৃক খাদ্য বা খাদ্যশস্য সরবরাহ

২০। (১) সরকার খাদ্য সহায়তার যোগ্য প্রতিটি পরিবারের প্রাপ্যতা অনুযায়ী খাদ্য বা খাদ্যশস্য প্রদানের নিমিত্ত জাতীয় খাদ্য মজুদ হইতে সরকারি সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে তফসিল-১ এ বর্ণিত মূল্য অনুসারে খাদ্য বা খাদ্যশস্য সরবরাহ নিশ্চিত করিবে।

(২) খাদ্য সহায়তার যোগ্য প্রতিটি পরিবারের সদস্যদের প্রাপ্যতা অনুযায়ী সরকার খাদ্য বা খাদ্যশস্যের বরাদ্দ প্রদান করিবে।

(৩) সরকার ৮, ৯ এবং ১০ ধারার অধীন প্রাপ্যতা অনুযায়ী খাদ্য সহায়তার যোগ্য পরিবার প্রতি খাদ্য বা খাদ্যশস্য তফসিল-১ এ বর্ণিত মূল্য অনুসারে সরবরাহ করিবে।

(৪) ১ উপ-ধারার কোনরূপ লংঘন না করিয়া, সরকার:-

(ক) জাতীয় খাদ্য মজুদের জন্য খাদ্যশস্য নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্রয় করিবে;

(খ) প্রতিটি জেলায় খাদ্যশস্য সরবরাহ করিবে; এবং

(গ) ন্যায্য মূল্যের বিক্রয়কেন্দ্রের লভ্যাংশের সীমা নির্ধারণ করিবে।

(৫) সুষম খাদ্যের যোগান ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ, সুষম খাদ্য মজুদ, এবং নিরাপদ ও পুষ্টিকর সুষম খাদ্য বিতরণ সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে।

প্রযোজ্যক্ষেত্রে নগদ অর্থ সাহায্য প্রদান

২১। সরকার কোন জেলায় জাতীয় খাদ্য মজুদ হইতে খাদ্যশস্য সরবরাহের অপর্যাপ্ততার জন্য এই আইনের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত দায় দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে নগদ অর্থ সাহায্য প্রদান করিতে পারিবে।

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

২২। (১) প্রতিটি জেলার খাদ্য নিয়ন্ত্রকের এই আইনের আওতায় বা সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের বিভিন্ন প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট জেলার সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়সমূহ নিরীক্ষা ও বাস্তবায়নে এতদ্‌উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিতে বর্ণিত দায়-দায়িত্ব থাকিবে।

(২) সরকারি সরবরাহ ব্যবস্থা সংক্রান্ত জেলার খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দায়িত্ব হইবে:-

(ক) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত খাদ্য গুদাম হইতে তফসিল-১ এ বর্ণিত মূল্যে খাদ্য ও খাদ্যশস্য গ্রহণ করা, জেলার অভ্যন্তরে ন্যায্য মূল্যের বিক্রয়কেন্দ্র সমূহে নির্ধারিত পদ্ধতি ও মাধ্যমে উক্ত খাদ্য ও খাদ্যশস্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা; এবং

(খ) তফসিল-১ এ বর্ণিত মূল্য এবং ৮, ৯ ও ১০ ধারায় বর্ণিত প্রাপ্যতা অনুসারে খাদ্যশস্য গ্রহণ ও সুবিধাভোগীদের মাঝে বিতরণের ব্যবস্থা করা।

(৩) এই আইনের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত প্রাপ্যতা অনুযায়ী খাদ্য বা খাদ্যশস্য সরবরাহের অপ্রতুলতার জন্য সরকার ১৩ ধারা অনুসারে খাদ্য নিরাপত্তা ভাতা প্রদান করিবে।

(৪) সরকারি সরবরাহ ব্যবস্থাকে কার্যকরভাবে উপযোগী করার জন্য সরকার:-

(ক) এই আইন বা সরকারের অন্যান্য প্রকল্পের আওতায় খাদ্য বা খাদ্যশস্য মজুদের জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত গুদাম তৈরী করিবে;

(খ) খাদ্য সরবরাহ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় সাধন করিবে; এবং

(গ) ন্যায্য মূল্যের বিক্রয়কেন্দ্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করিবে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দায় দায়িত্ব

২৩। (১) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিজ অধিক্ষেত্রে এই আইন প্রয়োগের দায়-দায়িত্ব থাকিবে।

(২) ১ উপ-ধারার কোনরূপ ব্যত্যয় না ঘটাইয়া সরকার প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় সরকারি সরবরাহ ব্যবস্থার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করিবে।

(৩) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পে বর্ণিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবে।

খাদ্য রপ্তানী

২৪। অভ্যন্তরীণ খাদ্য নিরাপত্তা ও জাতীয় স্বার্থ বিবেচনা করিয়া সরকার খাদ্য রপ্তানী করিবে; জাতীয় খাদ্য মজুদে সুষম খাদ্য ও খাদ্যশস্যের প্রয়োজনীয় পরিমান মজুদ ও বাৎসরিক চাহিদা নিশ্চিত না করিয়া সরকার সুষম খাদ্যশস্য কোনভাবেই রপ্তানী করিবে না; আমদানীকারক রাষ্ট্রের খাদ্যমান, নিরাপত্তা ও পুষ্টিমান অনুযায়ী খাদ্যশস্য রপ্তানী করিতে হইবে এবং এই সংক্রান্ত কার্যক্রম সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারণ করা হইবে।

খাদ্য আমদানী

২৫। (১) অভ্যন্তরীন খাদ্যশস্য উৎপাদনের অপর্যাপ্ততা অথবা স্থানীয়ভাবে কোন খাদ্যশস্য উৎপাদিত না হইলে সরকার খাদ্য বা খাদ্যশস্য আমদানীর অনুমতি প্রদান করিবে।

(২) আমদানীকৃত খাদ্য বা খাদ্যশস্য অবশ্যই প্রয়োজনীয় খাদ্যমান, নিরাপত্তা, পুষ্টিমান নিশ্চিত করিবে।

(৩) আমদানীকৃত খাদ্য বা খাদ্যশস্যে অবশ্যই মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার তারিখ ও খাদ্যমানের বিবরণ থাকিবে।

(৪) খাদ্য বা খাদ্যশস্য আমদানী বিধি কোনভাবেই টেকসই কৃষি, উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষক, মৎস্যজীবী, মৎস্যখামারী ও খাদ্য ব্যবসায়ীদের উন্নয়নকে ব্যাহত করিবে না।

(৫) খাদ্য বা খাদ্যশস্য আমদানী সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াদি সরকার কর্তৃক এতদ্‌উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধির মাধ্যমে নির্ধারণ করা হইবে।

খাদ্য সংকট নিরসন

২৬। খাদ্য সংকট নিরসনের লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। খাদ্য সংকটের উপাদান, নীতি, অবস্থান খাদ্য সংকট সূচক অনুযায়ী সরকার কর্তৃক নির্ধারণ করা হইবে এবং এতদ্‌উদ্দেশ্যে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা সরকারের থাকিবে।

খাদ্য প্রাপ্যতা

২৭। (১) সরকার খাদ্য বা খাদ্যশস্যের ব্যবসা বাণিজ্য নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং সকল পক্ষকে ব্যবসা-সুনীতি (Good Marketing Procedure) মানিয়া চলিতে নিশ্চয়তা প্রদান করিবে। সরকার স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ফসলের অগ্রগতিসাধনে সহায়তা করিবে।

(৩) সরকার খাদ্য বা খাদ্যশস্যের ব্যবসা বাণিজ্য, খাদ্য মজুদ ব্যবস্থাপনা এবং উন্নত খাদ্য বা খাদ্যশস্যের বাজার এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবে যাহাতে খাদ্যশস্যের, বিশেষত সুষম খাদ্য বা খাদ্যশস্যের সরবরাহ ও মূল্য স্থিতিশীল থাকে; সরকার খাদ্যশস্যের ব্যবসা-বাণিজ্যে কার্যকর ব্যবস্থা সৃষ্টি করিবে এবং খাদ্য ও খাদ্যশস্যের সর্বোচ্চ মজুদ নির্ধারণ করিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, খাদ্য বা খাদ্যশস্যের ব্যবসা-বাণিজ্যে, সর্বোচ্চ মজুদ, সরবরাহ ও মূল্য সরকার কর্তৃক এতদ্‌উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবেঃ

তবে আরও শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত পরিমানের বেশী খাদ্য বা খাদ্যশস্যের মজুদ বা সংরক্ষণ করা হইলে এই আইনের কোন বিধান The Special Powers Act, 1974 এবং The Essential Articles (Price Control and Anti-Hoarding) Act, 1953 অনুসারে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কার্যধারা গ্রহণ করিতে বারিত করিবে না।

খাদ্য ও খাদ্যশস্যের মূল্য

২৮। (১) সরকার উৎপাদন ও ভোক্তা পর্যায়ে খাদ্য ও খাদ্যশস্যের স্থিতিশীল সরবরাহ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিবে।

(২) ১ উপ-ধারার অধীন খাদ্য বা খাদ্যশস্যের স্থিতিশীল সরবরাহ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সরকার ক্ষুদ্র ও ছোট পর্যায়ের কৃষক, মৎস্যজীবী, মৎস্যখামারী এবং খাদ্য ব্যবসায়ীদের আয় ও ব্যয়ের সুরক্ষা সাধন, এবং ভোক্তা পর্যায়ে সুষম খাদ্য বা খাদ্যশস্যের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

(৩) খাদ্যশস্যের স্থিতিশীল সরবরাহ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে সরকার বর্ণিত দায়িত্ব সমূহ পালন করিবে, যথাঃ -

(ক) উৎপাদন পর্যায়ে ক্রয় নীতিমালার মাধ্যমে মূল্য নির্ধারণ;

(খ) ভোক্তা পর্যায়ে বিক্রয় নীতিমালার মাধ্যমে মূল্য নির্ধারণ;

(গ) জাতীয় খাদ্য মজুদের ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(ঘ) খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থাপনা ও নীতিমালা প্রণয়ন;

(ঙ) জাতীয় স্বার্থ রক্ষার্থে কর নীতিমালা প্রণয়ন; এবং

(ছ) খাদ্য বা খাদ্যশস্য আমদানী ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ।

ভোক্তা পর্যায়ে খাদ্যের মান নিশ্চিতকরণ

২৯। পরিমানগত ও গুণগত খাদ্য বা খাদ্যশস্যের প্রাপ্ততা ভোক্তা পর্যায়ে নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সরকার বর্ণিত দায়িত্ব পালন করিবে, যথাঃ-

(ক) জনপ্রতি যথাযথ পুষ্টিমান সম্পন্ন গ্রহণকৃত খাদ্যের বাৎসরিক পরিমান নির্ধারণ; এবং
(গ) জনগণের জ্ঞান ও ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিরাপত্তা ও পুষ্টিমান ঠিক রেখে খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য আনয়ন।

খাদ্যের পুষ্টিমান এবং পুষ্টি পরিকল্পনা

৩০। (১) খাদ্যের পুষ্টিমানের অবস্থানের উন্নতিকরণের উদ্দেশ্যে সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করিবে এবং প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর পুষ্টি পরিকল্পনা গ্রহণ করিবে।

(২) ১ উপ-ধারার অধীন পরিকল্পনা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সরকার বর্ণিত দায়িত্ব সমূহ পালন করিবে,যথাঃ -

(ক) উন্নত ও উচ্চ পুষ্টিমান সম্পন্ন নির্ধারিত খাদ্য ও খাদ্যশস্য সংরক্ষণ, এবং জনগণের পুষ্টিমানের ক্রমঅবনতি বা ঘাটতিতে তাহা সরবরাহকরণ;

(খ) প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্যের পুষ্টিমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে নির্ধারিত উপাদানের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ; এবং

(গ) সন্তানসম্ভবা মহিলা, দুগ্ধপোষ্য শিশুর মাতা, শিশু, কিশোর-কিশোরী, বা অপুষ্টি ও পুষ্টিহীনতায় বসবাসকারী জনগনের পুষ্টিমান পূরণকরণ।

খাদ্য তথ্য ব্যবস্থা ও তথ্য ভান্ডার

৩১। (১) সরকার সমন্বিত খাদ্য তথ্য ব্যবস্থা ও তথ্য ভান্ডার সৃষ্টি করিবে। যাহার কাজ হইবে খাদ্য বা খাদ্যশস্যের সরবরাহ ও মূল্য স্থিতিশীল রাখার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা, এবং খাদ্য সমস্যাসহ খাদ্য সংকট ও অপুষ্টি সংক্রান্ত বিষয়ে পূর্বাভাষ প্রদান করা।

(২) খাদ্য ও খাদ্যশস্যের তথ্য ব্যবস্থা ও তথ্য ভান্ডার নূন্যতম নিম্নবর্নিত বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করিবে, যথা:-

(ক) ফসল উৎপাদন;
(খ) ফসল উৎপাদনের ধরণ;
(গ) ফসল উৎপাদনের ক্রম হ্রাস বা বৃদ্ধি;
(ঘ) ফসল উৎপাদনের জমির পরিমান ও অবস্থান;
(ঙ) বাজার চাহিদা;
(চ) বাজার সুবিধা ও বাধাসমূহ;
(ছ) মূল্য;
(জ) ভোগকৃত খাদ্য ও খাদ্যশস্য;
(ঝ) পুষ্টিমান;
(ঞ) আমদানী ও রপ্তানী;
(ট) সরবরাহ;
(ঠ) ফসল চাষের সময় ও ফসল তোলার সময়;
(ড) আবহাওয়ার পূর্বাভাস;
(ঢ) খাদ্য কৌশল; এবং
(ণ) খাদ্যের প্রয়োজনীতা।

(৩) সরকার কর্তৃক এতদ্‌উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধি দ্বারা রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ব্যতীত ২ উপ-ধারা অনুসারে খাদ্য তথ্য ব্যবস্থা ও তথ্য ভাণ্ডারের তথ্য সমূহ সহজে ও দ্রুততার সাথে জনসাধারণ কর্তৃক প্রাপ্যতা নিশ্চিত করিবে।

খাদ্য বিষয়ক গবেষণা

৩২। (১) খাদ্য বিষয়ক গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল প্রকাশ ও প্রচার করার ক্ষমতা সরকারের থাকিবে এবং এতদ্‌উদ্দেশ্যে সরকার বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্নতা অর্জন, অভ্যন্তরীণ খাদ্য ভাণ্ডারের পূর্ণ কর্তৃত্ব (জলসীমা সহ), খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে গবেষণার জন্য সরকার এক বা একাধিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করিবে।

নবম অধ্যায়
সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির প্রতিকার

জেলা সংক্ষুব্ধ নিবারণ কর্মকর্তা

৩৩। (১) সরকার এই আইনের বিধানসমূহ প্রয়োগের উদ্দেশ্যে এবং চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত খাদ্য বা খাদ্যশস্যের প্রাপ্যতা বা খাদ্য সরবরাহে সংগঠিত অভিযোগ দ্রুত ও কার্যকরভাবে সমাধানের লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় একজন করিয়া জেলা সংক্ষুব্ধ নিবারণ কর্মকর্তা নিয়োগ করিবে।

(২) জেলা সংক্ষুব্ধ নিবারণ কর্মকর্তার নিয়োগ, যোগ্যতা ও ক্ষমতা এবং চাকুরির শর্তাবলী সরকার বিধি দ্বারা নির্ধারণ করিবে।

(৩) সরকার জেলা সংক্ষুব্ধ নিবারণ কর্মকর্তার কার্যক্রম যথাযথভাবে পালনের উদ্দেশ্যে উক্ত কর্মকর্তার বেতন, ভাতা এবং অন্যান্য সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিয়োগ ও বাজেট প্রদান করিবে।

(৪) ১ উপ-ধারার অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত জেলা সংক্ষুব্ধ নিবারণ কর্মকর্তা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকারি সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে খাদ্য বা খাদ্যশস্য যথাযথভাবে সরবরাহ করা না হইলে, বা প্রাপ্যতা অনুযায়ী খাদ্য বা খাদ্যশস্য খাদ্য সহায়তার যোগ্য ব্যক্তিকে প্রদান না করিলে, বা উক্ত বিষয়ে কোনরূপ অভিযোগ উত্থাপিত হইলে তাহা শুনানীর ব্যবস্থা করিবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৫) জেলা সংক্ষুব্ধ নিবারণ কর্মকর্তার আদেশের বিরুদ্ধে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে কেহ অসন্তুষ্ট হইলে জাতীয় খাদ্য কমিশন এ আপীল করিতে পারিবে।

(৬) ৫ উপ-ধারার অধীন দায়েরকৃত আপীল সরকার কর্তৃক এতদ্‌উদ্দেশ্য প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৭) অভিযোগ দ্রুত ও কার্যকরভাবে সমাধানের লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় সরকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক কল সেন্টার, হেল্প লাইন স্থাপন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কার্যকর ব্যবস্থা অন্তর্ভূক্ত করিবে।

জেলা সংক্ষুব্ধ নিবারণ কর্মকর্তা হিসাবে জেলা ম্যজেস্ট্রেটের দায়িত্ব পালন

৩৪। ৩৩ ধারার অধীন জেলা সংক্ষুব্ধ নিবারণ কর্মকর্তা নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসাবে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে জেলা সংক্ষুব্ধ নিবারণ কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবে।

দশম অধ্যায়
জাতীয় খাদ্য কমিশন

জাতীয় খাদ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা

৩৫। (১) এই আইন বলবৎ হইবার পর, যতশীঘ্র সম্ভব, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং উহার বিধান অনুসারে সরকার জাতীয় খাদ্য কমিশন নামে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৩) কমিশনের একটি সীলমোহর থাকিবে, যাহা কমিশনের সচিবের হেফাজতে থাকিবে।

কমিশনের কার্যালয়

৩৬। কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় হইবে এবং কমিশন প্রয়োজনে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ইহার স্থানীয় কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

কমিশন গঠন

৩৭। জাতীয় খাদ্য কমিশন নিম্নরূপ গঠিত হইবেঃ-

(ক) একজন চেয়ারম্যান;

(খ) দুই জন সদস্য; এবং

(গ) একজন সচিব, যিনি নূন্যতম সরকারের যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, চেয়ারম্যান, সদস্যদ্বয়ের মধ্যে অন্যূন একজন মহিলা সদস্য হইবে।

চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নিয়োগ, যোগ্যতা, মেয়াদ, পদত্যাগ, ইত্যাদি

৩৮।(১) সরকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদ্বয়কে নিয়োগ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ হইবেন, যাঁহার -

(ক) খাদ্য নিরাপত্তা, কৃষি, পৌর সরবরাহ, পুষ্টি, স্বাস্থ্য বা সমপর্যায়ভূক্ত বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান রহিয়াছে; বা

(খ) কৃষি, আইন, মানবাধিকার, সামাজিক কর্মকান্ড, ব্যবস্থাপনা, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, খাদ্য বিজ্ঞান অথবা জন প্রশাসনে কর্মের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও সুপরিচিত রহিয়াছে; বা

(গ) গরীব ও নিম্ন আয় সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর খাদ্য এবং পুষ্টি অধিকার উন্নয়নে ধারাবাহিকভাবে কর্মের অভিজ্ঞতা রহিয়াছে।

(২) চেয়ারম্যান বা সদস্যগণ কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে তিন বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

(৩) ২ উপ-ধারার অধীনে নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে সরকার নিয়োগ বাতিল করিতে পারিবে এবং চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

চেয়ারম্যান, সদস্যগণ এবং সচিবের নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং চাকুরীর শর্তাবলী

৩৯। কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যগণ এবং সচিবের নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং চাকুরি শর্তাবলীসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা; কমিশনের সভা, সভার কোরাম, ক্ষমতা এত্‌দউদ্দেশ্যে প্রণীত বিধি দ্বারা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

কমিশনের কার্যাবলী

৪০। কমিশন নিম্নবর্ণিত কাজসমূহ করিবে, যথা:-

(ছ) এই আইনের প্রয়োগ;

(জ) স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া বা অভিযোগের প্রেক্ষিতে এই আইনে চতুর্থ অধ্যায়ে বর্নিত প্রাপ্যতা লংঘনের বিষয়ে তদন্ত বা অনুসন্ধান;

(ঝ) এই আইন কার্যকরভাবে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(ঞ) এই আইন কার্যকরভাবে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সরকারি সরববাহ ব্যবস্থার সাথে জড়িত সরকারি কর্তৃপক্ষ, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহকে খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং খাদ্য সহায়তার যোগ্য প্রতিটি ব্যক্তির প্রাপ্যতা অনুযায়ী আইনে বর্ণিত অধিকার সমূহ অর্জনের লক্ষ্যে পরামর্শ প্রদান;

(ট) জেলা সংক্ষুব্ধ নিবারণ কর্মকর্তার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল শুনানী; এবং

(ঠ) পূর্ববর্তী বৎসরের কার্যাবলী সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন সরকরের নিকট পেশ করা।

কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপন

৪১। কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদন সরকার, নিকটতম পরবর্তী অধিবেশনে জাতীয় সংসদে পর্যালোচনার জন্য পেশ করিবে।

কমিশনের তহবিল

৪২। (১) সরকার প্রতি বৎসর কমিশনের ব্যয়ের জন্য উহার অনুকূলে নির্দিষ্টকৃত অর্থ বরাদ্দ করিবে; এবং অনুমোদিত ও নির্ধারিত খাতে উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হইতে ব্যয় করার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করা কমিশনের জন্য আবশ্যক হইবে না।

(২) এই ধারার বিধান দ্বারা সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত মহা-হিসাব নিরীক্ষকের অধিকার ক্ষুন্ন করা হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইবে না।

তদন্ত সম্পর্কিত ক্ষমতা

৪৩। (১) জাতীয় খাদ্য কমিশন কর্তৃক ৪০ ধারার (খ) এবং (ঙ) অনুসারে কোন বিষয় তদন্ত ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে দেওয়ানি মোকদ্দমার বিচারের ক্ষেত্রে দেওয়ানি কার্যবিধি ১৯০৮ অনুসারে আদালতের যেইরূপ ক্ষমতা থাকে, কমিশনের সেইরূপ ক্ষমতা থাকিবে, বিশেষত:-

(ক) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সমন প্রদান ও শপথ পূর্বক জিজ্ঞাসাবাদ;

(খ) কোন ধরণের দলিল উদ্ধার ও উপস্থাপন;

(গ) হলফপূর্বক সাক্ষ্য গ্রহণ;

(ঘ) কোন আদালত বা অফিস হতে কোন দলিল বা নথি তলব করা; এবং

(ঙ) কমিশনে সাক্ষ্য গ্রহণ ও দলিল পরীক্ষা করা।

(২) কমিশন কর্তৃক কোন অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণের জন্য জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বরাবর প্রেরণের ক্ষমতা থাকিবে। উক্তভাবে প্রাপ্ত অভিযোগের বিষয়ে ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর বিধান অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

সদস্য পদে শূন্যতা বা ইত্যাদি কারণে কার্য বা কার্যধারা অবৈধ না হওয়া

৪৪। কমিশন গঠনে ক্রটি বা কোন সদস্যপদে শূন্যতা; বা অনুসন্ধান বা তদন্তাধীন বিষয়ে কমিশনের কোন কার্যধারায় পদ্ধতিগত ক্রটি থাকিবার কারণে কমিশনের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

একাদশ অধ্যায়
অনুসন্ধান ও দন্ড

অনুসন্ধান বা তদন্ত সংক্রান্ত নিয়মাবলী

৪৫। (১) ৪০ধারায় বর্ণিত বিষয়াবলী নিস্পত্তির জন্য জাতীয় খাদ্য কমিশনের একজন সদস্য বিচারক হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবে ও নির্ধারিত পদ্ধতিতে অনুসন্ধান বা তদন্ত করিবে, এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া দন্ড আরোপ করিবে।

(২) অনুসন্ধান বা তদন্ত করাকালীন সময়, ১ উপ-ধারার অধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত বিচারক তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজন মনে করিলে অভিযোগকৃত ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত যে কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্য প্রদান বা কোন দলিল উপস্থাপন করিবার জন্য সমন বা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবার আদেশ দিতে পারিবে। যদি বিচারক এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত বা ইচ্ছাকৃতভাবে জেলা সংক্ষুব্ধ নিবারণ কর্মকর্তার আদেশ অনুযায়ী প্রদত্ত প্রতিকার প্রদানে ব্যর্থ হইয়াছে তাহা হইলে তিনি ৪৭ ধারা অনুসারে যেইরূপ মনে করিবে সেইরূপ দন্ড প্রদান করিতে পারিবে।

দন্ড

৪৬।(১) জেলা সংক্ষুব্ধ নিবারণ কর্মকর্তা, বা ক্ষেত্রমতে জাতীয় খাদ্য কমিশন কর্তৃক অভিযোগ বা আপীলে প্রদত্ত আদেশ কোন সরকারি কর্মচারী বা কর্তৃপক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবে বা কোন যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত পালনে ব্যর্থতার জন্য উক্ত কর্মচারী বা কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট জেলা সংক্ষুব্ধ নিবারণ কর্মকর্তা বা জাতীয় খাদ্য কমিশন কর্তৃক অনধিক বিশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারী বা কর্তৃপক্ষকে শুনানীর সুযোগ প্রদান না করিয়া কোনরূপ দন্ড আরোপ করা যাইবে না।

(২) ১ উপ-ধারার অধীন দন্ড ব্যক্তিগত দায় বলিয়া গন্য হইবে।

দ্বাদশ অধ্যায়
অন্যান্য বিধানাবলী

সরকার কর্তৃক অধীনস্ত কর্মকর্তাকে ক্ষমতায়ন

৪৭। সরকার প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে এই আইনের আওতায় বিধি প্রণয়ন ক্ষমতা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষমতাসমূহ নির্ধারিত শর্ত, পরিধি ও বিষয় সাপেক্ষে সরকারের কোন অধীনস্থ কর্মকর্তা কর্তৃক বলবৎযোগ্য হইবে।

তফসিল সংশোধনের ক্ষমতা

৪৮। (১) সরকার প্রয়োজন ও যৌক্তিক মনে করিলে প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে এই আইনের অধীন তফসিল বর্ণিত বিষয়সমূহ পরিবর্তন, পরিমার্জন বা বাতিল করিতে পারিবে।

(২) ১ উপ-ধারার অধীন যেকোন ধরনের পরিবর্তন, পরিমার্জন বা বাতিলকরণ অতি সত্বর জাতীয় সংসদকে অবহিত করিতে হইবে।

বিধি প্রণয়ন ক্ষমতা

৪৯। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার বিভিন্ন সময় প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

৫০ ।এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

খাদ্য নিরাপত্তার চলমান কর্মসূচীর সুরক্ষা

৫১। (১) অন্য কোনভাবে বাতিল না হইলে, সরকার কর্তৃক খাদ্য নিরাপত্তা বা খাদ্য সহায়তা সংক্রান্ত বর্তমানে বলবৎ বা চলমান আছে এমন যেকোন প্রকল্প বা নীতিমালা বা আদেশ এই আইন জারী হওয়া বা তদকর্তৃক বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত এমনভাবে কার্যকর থাকিবে যেন এই আইনের অধীন বলবৎ হইয়াছে।

(২) এই আইন কার্যকর করার উদ্দেশ্যে কোন ধরণের জটিলতা সৃষ্টি হইলে, সরকার প্রজ্ঞাপন বা অন্য কোন প্রশাসনিক আদেশ জারীর মাধ্যমে এই আইনের সাথে সাংঘর্ষিক নহে এমন কোন বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

নিয়ন্ত্রন বহির্ভূত কর্মকান্ড (*Force Majeure)*

৫২। এই আইন অনুসারে খাদ্য বা খাদ্যশস্য সহায়তা প্রাপ্ত যেকোন ব্যক্তির দাবী যুদ্ধ, বন্যা, খরা, আগুন, ঝড় বা ভূমিকম্প কর্তৃক নিয়মিত খাদ্য বা খাদ্যশস্য সরবরাহে বাধাগ্রস্থ না হইলে সরকার মানিতে বাধ্য থাকিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন অবস্থা নিয়মিত খাদ্য বা খাদ্যশস্য সরবরাহে বাধাগ্রস্থ করিয়াছিল কিনা, তাহা সরকার পরিকল্পনা কমিশন এর সহিত পরামর্শ করিয়া নির্ধারণ করিবে।

ইংরেজি অনূদিত পাঠ প্রকাশ

৫৩। (১) এই আইন প্রবর্তনের পর, সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপণ দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

তফসিল ঃ ১
[৮ ধারা অনুসারে]
সরকারি সরবরাহ ব্যবস্থা নির্ধারিত ভর্তুকি মূল্য

অন্য কোনভাবে পুনঃনির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত, খাদ্য সহায়তার যোগ্য পরিবারের প্রতিটি সদস্য ভর্তুকি মূল্যে প্রতি কেজি ০৫ টাকা দরে চাল, প্রতি কেজি ০৩ টাকা দরে গম এবং প্রতি লিটার ২০ টাকা দরে ভোজ্যতেল এই আইন কার্যকর হইবার তারিখ হইতে প্রাপ্ত হইবেন। তৎপরবর্তী বিভিন্ন সময় প্রদানকৃত খাদ্য বা খাদ্যশস্যের মূল্যে ভর্তূকিকৃত অর্থের পরিমান নির্ধারণ করিবার ক্ষমতা সরকারের থাকিবে।

তফসিল ঃ ২
[৯, ১০ ধারা অনুসারে]
পুষ্টিমান

ক্রমিক নং	বিভাজন	খাদ্যের ধরণ	ক্যালরি (কিলো ক্যালরি)	প্রোটিন (গ্রাম)
১	শিশু (৬ মাস হইতে ৩ বৎসর)	উপযুক্ত খাবার	৫০০	১২-১৫
২	শিশু (৩ হইতে ৬ বৎসর)	তৈরী খাবার (গরম) ও নাস্তা	৫০০	১২-১৫
৩	অপুষ্ট শিশু (৬ মাস হইতে ৩ বৎসর)	উপযুক্ত খাবার	৮০০	২০-২৫
৪	প্রাথমিক বিদ্যালয়	তৈরী খাবার (গরম)	৪৫০	১২
৫	নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	তৈরী খাবার (গরম)	৭০০	২০
৬	সন্তান সম্ভবা মাতা ও দুগ্ধপোষ্য শিশুর মাতা	উপযুক্ত খাবার	৬০০	১৮-২০

স্বাক্ষরিত/= ৩১.১২.২০১৭
(বিচারপতি এ. টি. এম. ফজলে কবীর)
সদস্য

স্বাক্ষরিত/= ৩১.১২.২০১৭
(বিচারপতি এ. বি. এম. খায়রুল হক)
চেয়ারম্যান